FONDAZIONE SAN ZENO
STUDIO, FORMAZIONE E LAVORO

Dalit

প্রকল্প কার্যক্রমের
প্রভাব সম্পর্কিত
মূল্যায়ন প্রতিবেদন

Impact Assessment Report on
Technical and Practical Skills for Youth Empowerment

Planning, Development & Design:

Mohidur Rahman
Manager (M.I.S)
Dalit

Published by:

Dalit
37/1, Kedarnath Road, Moheshwarpasha,
KUET, Daulatpur, Khulna-9203, Bangladesh

Financed by:

Fondazione San Zeno Onlus,
Italy

Publication:

November, 2020

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ডিজাইন:

মহিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক (এম.আই.এস)
দলিত

প্রকাশক:

দলিত
৩৭/১, কেদারনাথ সড়ক, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট,
দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩, বাংলাদেশ

আর্থিক সহযোগিতায়:

Fondazione San Zeno Onlus,
Italy

প্রকাশকাল:

নভেম্বর, ২০২০

Impact Assessment Report on

প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

‘Technical & practical skills for youth empowerment’ project

Period: July 2018 - November 2020

সময়কাল: জুলাই ২০১৮ - নভেম্বর ২০২০

Funded by: Fondazione San Zeno Onlus

Implemented by:

Dalit

dalitkhulna@gmail.com | www.dalitbd.org

Executive summary

Livelihood development projects are a popular model as anti-poverty projects in Bangladesh. Such a community based project 'Technical and Practical skills for youth empowerment' has been implemented since 2014 by Dalit with the financial assistance of Fondazione San Zeno Onlus. The project was implemented in 2 Upazilas (Dumuria and Tala) of Khulna and Satkhira districts, it aimed to reach out to 505 direct beneficiaries in 40 villages.

The project was designed to be inclusive, and the core target population for the project was identified through a participatory identification process. This identification was based on a Situational Analysis, which collected basic information for a census of households in each village on demographics, assets, and livelihoods; and then used a participatory process to classify households into four groups. These groups were the "Extremely Poor and Vulnerable", "Poor", "Manageable" and "Well off". The project then adopted a strategy to enhance the productive potential of the poor. At the core of this process was the creation and strengthening of community-level institutions or Self Help Groups (SHGs) at the level of the village. As part of this process, SHGs were aggregated into women federation; and linked with services that were provided by the public and private sectors in order to improve their productive potential.

From July 2014 to June 2018, the project has played a significant role in increasing the earning capacity and savings of the people in the working area, especially for the women, by improving their skills. According the information obtained from the field, 467 women and girls has been acquired knowledge on home based earning and developed practical skills on vegetable cultivation, poultry farming, local fast-food making and shopping bag/ packet making; and 90% of them earning 100-150 Taka daily through selling their home based products. Besides, 320 young girls & boys has been developed their skills on computer access, among them 24.68% achieved employment opportunity. Of the 120 female students studying in higher education that were given monthly financial assistance by Dalit, among them 42 girls also got jobs in various non-governmental organizations. Due to arranging awareness raising meeting, seminar and workshop, the girls, their parents and the local administration have been made aware on negative effects of early marriage and as a result, the rate of early marriage dropped from 74% to 33%. However, through this report, we will be able to know about the impact of the project on improving the quality of life of the beneficiaries after June 2018.

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে দারিদ্রতা বিরোধী কার্যক্রমসমূহের মধ্যে জীবিকার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহ একটি জনপ্রিয় মডেল। এ ধরনের কমিউনিটি ভিত্তিক একটি প্রকল্প 'টেকনিক্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস্ ফর ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট' যেটা দাতা সংস্থা Fondazione San Zeno Onlus এর অর্থায়নে ২০১৪ সাল থেকে দলিত কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রকল্পটি খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ২টি উপজেলায় (ডুমুরিয়া এবং তালা) বাস্তবায়িত হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল ৪০ টি গ্রামের ৫০৫ জন প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর নিকট সেবা পৌঁছে দেওয়া।

একটি অংশগ্রহনমূলক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে প্রকল্পের লক্ষ্যিত উপকারভোগীদেরকে নির্বাচিত করা যায় সেভাবেই প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করা হয়েছিল। এই সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি পরিবারগুলোর পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে করা হয়েছিল, যা প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি পরিবার জরিপের মাধ্যমে জনসংখ্যা, সম্পদ এবং জীবিকার উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করে পরিবারগুলোকে চারটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। এই শ্রেণীগুলো ছিল "হতদরিদ্র এবং অসহায়", "দরিদ্র", "নিম্নবিত্ত" এবং "স্বচ্ছল"। এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটি দরিদ্র জনসাধারনের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কৌশল গ্রহন করে। এই প্রক্রিয়াটির মূল অংশটি ছিল কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বা স্বর্নিভর দল (সেলফ হেল্প গ্রুপ) গঠন এবং এর কার্যক্রম জোরদার করা। পরবর্তীতে এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে নারী ফেডারেশনে সমন্বিত করা হয়েছিল; এবং তাদের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সেবাসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল।

জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পটি ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মএলাকার মানুষদের বিশেষ করে নারীদের উপার্জন ক্ষমতা এবং সঞ্চয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৪৬৭ জন নারী এবং যুব-নারী গৃহস্থালী পর্যায়ে উপার্জন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং শাক-সব্জি চাষাবাদ, হাঁস-মুরগীর খামার, স্থানীয় ফাস্ট ফুড তৈরী এবং শপিং ব্যাগ তৈরীর বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। এদের মধ্যে ৯০% নারী তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিদিন ১০০-১৫০ টাকা আয় করছে। পাশাপাশি ৩২০ জন যুবক-যুবতী কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে, যাদের মধ্যে ২৪.৬৮% কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। দলিত কর্তৃক আর্থিকভাবে সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়ণরত ১২০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৪২ জন বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থায় চাকরির সুযোগ পেয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা, সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজনের কারণে কিশোরী/ যুবনারী, তাদের অভিভাবক এবং স্থানীয় প্রশাসনকে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে বাল্যবিবাহের হার ৭৪% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৩% হয়েছে। তবে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা জুন ২০১৮ পরবর্তী সময়ে উপকারভোগীদের জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে জানতে সক্ষম হব।

Aims of the assessment

This assessment was meant to review the impacts of all livelihoods interventions carried out in Dumuria and Tala Upazila, assess the progress, performance, achievements and lessons learned. Therefore assessment purposed to:

1. Act as a learning and improvement, as a building block for future planning and work; the intention of which was that the outcomes of this study would provide useful and relevant information for future livelihoods programming; explore why implemented actions and interventions had been successful or not; and provide guidance on how to better implement and make difference in the livelihoods of dalit community.

2. Serve as accountability; this assessment was also an accountability instrument for the 2019-2020 projects. Findings will be used to assess whether or not project plans were fulfilled and also determine the extent to which the project's resources were used in a responsible and effective manner, *i.e. value for money*

3. Assess sustainability; the outcomes of this study will assist Dalit to learn and develop more of efficient, practicable and sustainable interventions, approaches, and structures, and crucially will provide recommendations for the future.

মূল্যায়নের লক্ষ্য

এই মূল্যায়নটি ডুমুরিয়া এবং তালা উপজেলায় পরিচালিত জীবিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের প্রভাবসমূহ পর্যালোচনা করে অগ্রগতি, কর্মক্ষমতা, অর্জন এবং শিখন মূল্যায়ন করে। সুতরাং মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সমূহ হল:

১. এটা ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও কাজের জন্য শিক্ষনীয় এবং মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কাঠামো হিসেবে কাজ করবে; যার উদ্দেশ্য এই মূল্যায়নের ফলাফলগুলো ভবিষ্যতে জীবিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচীর জন্য সহায়ক এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করবে; বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহ সফল হয়েছিল কিনা সেটা অনুসন্ধান করবে; কর্মসূচী আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কিভাবে দলিত সম্প্রদায়ের জীবিকার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করা যায় তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

২. জবাবদিহিতার উপস্থাপন; এই মূল্যায়নটি ২০১৯-২০২০ মেয়াদী প্রকল্পসমূহের জন্য জবাবদিহিতার একটি নিদর্শনও ছিল। প্রকল্পের পরিকল্পনাসমূহ পূরণ হয়েছে কিনা তা নির্ধারনের জন্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষন করা এবং প্রকল্পের রিসোর্সসমূহ একটি দায়বদ্ধ ও কার্যকর পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণ করা (যেমন, ভ্যালু ফর মানি)।

৩. স্থায়িত্ব মূল্যায়ন; এই মূল্যায়নের ফলাফল দলিত সংস্থার দক্ষতা, ব্যবহারিক ও টেকসই পন্থার উন্নয়ন, পদ্ধতিগত ও কাঠামোগত সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা করবে এবং ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

Objectives of the assessment

The specific objectives of this Impact Assessment were to:

1. Assess the effectiveness and efficiency of project implementation, including assessing the institutional arrangement, risk management, M&E and entire project cycle management;

2. Determine the extent to which the project and its associated actions were relevant and tailored to the existing and likely future needs of community people and stakeholders;

3. Evaluate the outputs, and any outcomes of the project already delivered, and determine and assess their contribution to the delivery of the project's overall aims and objectives;

4. Assess the long term sustainability and relevance of livelihoods projects interventions (policies and actions);

5. Assess the effectiveness and efficiency of the project set-up;

6. Identify key 'success stories, milestones and lessons learned' to date, particularly with regard to strategic processes and the mechanisms chosen to achieve the project's objectives to date;

7. Make clear, specific and implementable recommendations for future livelihood programming, and provide overall guidance on the scope of future work.

মূল্যায়নের উদ্দেশ্যসমূহ

কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল:

১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন এবং প্রকল্প পরিচালনার মূল্যায়নসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যকারিতা এবং দক্ষতার মূল্যায়ন করা;

২. প্রকল্প এবং এর সাথে সম্পর্কিত পদক্ষেপসমূহ কমিউনিটির জনগন এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক ছিল কি না এবং বর্তমানে বিদ্যমান বা ভবিষ্যত প্রয়োজনের জন্য উপযুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছিল কি না সেটা নির্ধারণ করা;

৩. ইতোমধ্যে প্রাপ্ত প্রকল্পের ফলাফলসমূহ মূল্যায়ন করা এবং প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফলসমূহে কর্মীদের অবদান নির্ধারণ ও মূল্যায়ন করা;

৪. জীবিকার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোর দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়ন করা (নীতি ও পদক্ষেপসমূহ);

৫. প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং সক্ষমতার মূল্যায়ন করা;

৬. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সফলতার গল্প, বিশেষত্ব এবং শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ বিশেষ করে কৌশলগত প্রক্রিয়া এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত পদ্ধতিসমূহ চিহ্নিতকরণ;

৭. জীবিকার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলোর জন্য স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং প্রয়োগযোগ্য সুপারিশসমূহ প্রস্তুত করা এবং ভবিষ্যতের কাজের সুযোগ সম্পর্কে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

Methodology and Approach

The study was participatory, descriptive and a cross-sectional one utilizing heavily qualitative approaches. Qualitative data was collected through in-depth interviews with beneficiaries at household levels; dialogue sessions were conducted with various groups at community levels, a sample of key informant and in-depth interviews with the stakeholders. Data collection methods was used that included Focus Group discussions with women groups; in-depth with households at community level, key informant interviews with service providers and review of relevant literature on implementation of activities. To guide data collection, various tools and questionnaires were designed and peer reviewed to guide data collection and included the document review guide, key informant interview guide, in-depth/focus group guides.

মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং পন্থা

মূল্যায়ন পদ্ধতিটি ছিল অংশগ্রহনমূলক, বর্ণনামূলক এবং বিষয়ভিত্তিক, যা করা হয়েছিল বিশেষ গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে। গৃহস্থালী পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে, কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে আলোচনা করে এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। নারীদের সাথে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মীদের সাক্ষাৎকার এবং কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন পদ্ধতিকেও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পরিমাপক, প্রশ্ন সম্বলিত ফরমেট তৈরী করা হয়েছিল এবং নথি পর্যালোচনা নির্দেশিকা, তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহনের নির্দেশিকা এবং ফোকাস গ্রুপের বক্তব্য পর্যালোচনা করার নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছিল।

Previous Achievements (October 2012- June 2018)

- 793 young girls & boys has been developed their skills on computer access, among them 36.94% achieved employment opportunity;
- 139 young girls has been developed skills on block-batik product making, among them 19% engaged in home based income;
- 40 young girls & boys has been developed their skills on mobile phone servicing, among them 17% started own service centre;
- 10 young girls has been developed their skills on beautification and within 2 months 5 of them started beauty salon and other 5 working as salon worker;
- From October 2013 to June 2018, another 66 young girls who were studying in college/ university level has been achieved job opportunity in different types of institutions/ organizations;
- 567 women and girls has been acquired knowledge on home based earning and developed practical skills on vegetable cultivation, poultry farming, local fast-food making and shopping bag/ packet making; 90% of them earning 100-150 Taka daily through selling their home based products.

পূর্ববর্তী অর্জনসমূহ (অক্টোবর ২০১২-জুন ২০১৮)

- ৭৯৩ জন যুবক-যুবতী কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে, যাদের মধ্যে ৩৬.৯৪% কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে;
- ১৩৯ জন যুব-নারী ব্লক-বাটিক ডিজাইনের পণ্য তৈরীর দক্ষতা অর্জন করেছে, যাদের মধ্যে ১৯% গৃহস্থালী পর্যায়ে আয় করছে;
- ৪০ জন যুবক এবং যুব-নারী মোবাইল ফোন মেরামতের কাজে দক্ষতা অর্জন করেছে, যাদের মধ্যে ১৭% নিজস্ব মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান পরিচালনা করছে;
- ১০ জন যুব-নারী বিউটিফিকেশন সম্পর্কিত কাজে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে এবং ২ মাসের মধ্যে তাদের ৫ জন নিজস্ব বিউটি পার্লার চালু করেছে আর ৫ জন বিভিন্ন বিউটি পার্লারে কাজ করছে;
- অক্টোবর ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়ণরত ৬৬ জন যুব-নারী বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থায় চাকরির সুযোগ পেয়েছে;
- ৫৬৭ জন নারী এবং যুব-নারী গৃহস্থালী পর্যায়ে উপার্জন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং শাক-সব্জি চাষাবাদ, হাঁস-মুরগীর খামার, স্থানীয় ফাস্ট ফুড তৈরী এবং শপিং ব্যাগ তৈরীর বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। এদের মধ্যে ৯০% নারী তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিদিন ১০০-১৫০ টাকা আয় করছে।

Information on implemented activities during November 2018- November 2020

Sl.	Activity	Targeted	Completed	No. of participants		
				Female	Male	Total
01	Computer training course for higher secondary students (during 6 months)	16 (batch/ groups)	16 (batch/ groups)	196	124	320
02	Training on agriculture & homestead farming	20 women x 10 groups	20 women x 10 groups	200	0	200
03	Training on Quail bird farming	20 women x 2 groups	20 women x 2 groups	40	0	40
04	Training on hen rearing	25 women x 2 groups	25 women x 2 groups	50	0	50
05	Training on food preparing	5 women x 2 groups	5 women x 2 groups	10	0	10
06	Training on beautification	5 women x 4 groups	5 women x 4 groups	20	0	20
07	Training on beekeeping/ apiculture	20 women x 2 groups	20 women x 2 groups	40	0	40
08	Training on vermicompost making	5 women x 2 groups	5 women x 2 groups	10	0	10
09	Guidance seminar to the girls	24 (times)	19 (times)	300	0	300
10	Workshop on Human Rights (including women rights)	4 (times)	4 (times)	96	64	160
11	Workshop on Gender issue	4 (times)	4 (times)	96	64	160
12	Meeting with dalit people involved in a job	1 (time)	1 (time)	5	71	76
13	Meeting with stakeholders	2 (times)	2 (times)	28	70	98
14	Meeting with the members of Narri (women) federation	12 (times)	5 (times)	100	0	100
15	Meeting with the members of Self Help Group	12 (times)	12 (times)	100	0	100

নভেম্বর ২০১৮ - নভেম্বর ২০২০ সালে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের তথ্যাবলী

ক্রমিক	কার্যক্রমের শিরোনাম	লক্ষ্যিত	সম্পাদিত	অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যা		
				নারী	পুরুষ	মোট
০১	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স (৬ মাস মেয়াদী)	১৬ (ব্যাচ/ গ্রুপ)	১৬ (ব্যাচ/ গ্রুপ)	১৯৬	১২৪	৩২০
০২	গৃহস্থালী পর্যায়ে কৃষি ও শাক-সব্জি চাষাবাদ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২০ জন নারী x ১০ টি গ্রুপ	২০ জন নারী x ১০ টি গ্রুপ	২০০	০	২০০
০৩	কোয়েল পাখি পালন প্রশিক্ষণ	২০ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	২০ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	৪০	০	৪০
০৪	মুরগী পালন প্রশিক্ষণ	২৫ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	২৫ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	৫০	০	৫০
০৫	খাবার তৈরীর প্রশিক্ষণ	৫ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	৫ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	১০	০	১০
০৬	বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ	৫ জন নারী x ৪ টি গ্রুপ	৫ জন নারী x ৪ টি গ্রুপ	২০	০	২০
০৭	মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ	২০ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	২০ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	৪০	০	৪০
০৮	কেঁচো সার তৈরীর প্রশিক্ষণ	৫ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	৫ জন নারী x ২ টি গ্রুপ	১০	০	১০
০৯	মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সেমিনার	২৪ টি	১৯ টি	৩০০	০	৩০০
১০	মানবাধিকার/ নারী অধিকার সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ	৪ টি	৪ টি	৯৬	৬৪	১৬০
১১	জেন্ডার সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ	৪ টি	৪ টি	৯৬	৬৪	১৬০
১২	চাকরিজীবি দলিত জনসাধারনের সাথে সভা	১ টি	১ টি	৫	৭১	৭৬
১৩	স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা	২ টি	২ টি	২৮	৭০	৯৮
১৪	দলিত নারী ফেডারেশন এর সদস্যদের সাথে সভা	১২ টি	৫ টি	১০০	০	১০০
১৫	সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যদের সাথে সভা	১২ টি	১২ টি	১০০	০	১০০

Presenting the illustration of progress

- 320 young girls & boys has been developed their skills on computer access, among them 10.16% achieved employment opportunity;
- 350 women and girls has been acquired knowledge on home based earning and developed practical skills on vegetable cultivation, quail bird/poultry farming, local fast-food making, beekeeping and vermicompost making; 87% of them earning 100-250 Taka daily through selling their home based products;
- 20 young girls has been developed their skills on beautification and within a short period 3 of them started beauty salon and other 12 working as salon worker; 5 of them received advanced level training on beautification from Dhaka (with the support of Dalit's another project) and after the Corona situation becomes normal, they will get job opportunities in Dhaka;
- From November 2018 to November 2020, 34 young girls who were studying in college/ university level has been achieved job opportunity in different types of institutions/ organizations.

Figure 1- Involvement of women in home-based income

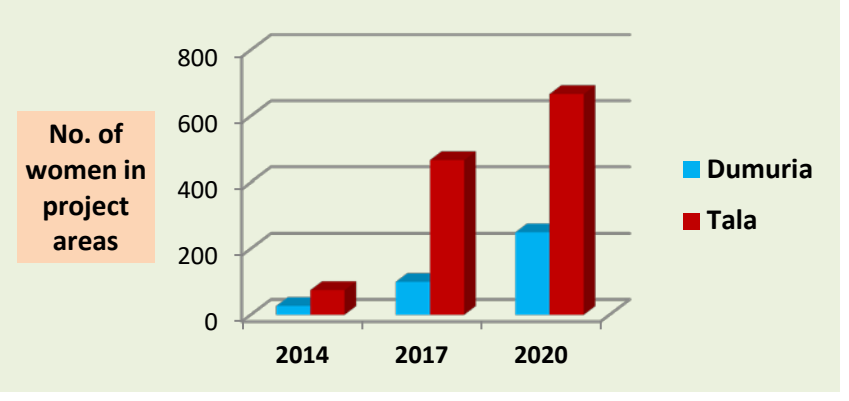

Figure 2- Average home-based income by the women

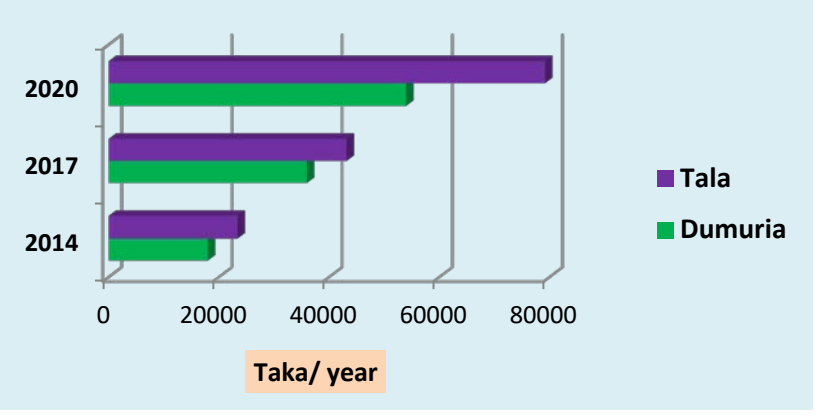

অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন (চলমান)

- ৩২০ জন যুবক-যুবতী কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে, যাদের মধ্যে ১০.১৬% কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে;
- ৩৫০ জন নারী এবং যুব-নারী গৃহস্থালী পর্যায়ে উপার্জন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং শাক-সব্জি চাষাবাদ, কোয়েল পাখি/ হাঁস-মুরগীর খামার, স্থানীয় ফাস্ট ফুড তৈরী, মৌমাছি পালন এবং কেঁচো সার তৈরীর বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। এদের মধ্যে ৮৭% নারী তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিদিন ১০০-২৫০ টাকা আয় করছে;
- ২০ জন যুব-নারী বিউটিফিকেশন সম্পর্কিত কাজে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে এবং স্বল্প সময়ে তাদের মধ্যে ৩ জন নিজস্ব বিউটি পার্লার চালু করেছে আর ১২ জন বিভিন্ন বিউটি পার্লারে কাজ করছে। আর অন্য ৫ জন দলিত এর আরেকটি প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা থেকে বিউটিফিকেশন এর উপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে এবং বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা ঢাকা'র বিভিন্ন পার্লারে চাকরির সুযোগ পাবে;
- নভেম্বর ২০১৮ থেকে নভেম্বর ২০২০ সাল পর্যন্ত কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়ণরত ৩৪ জন যুব-নারী বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থায় চাকরির সুযোগ পেয়েছে।

চার্ট ১- গৃহস্থালী পর্যায়ের রোজগারে প্রকল্পভুক্ত নারীদের সংখ্যা

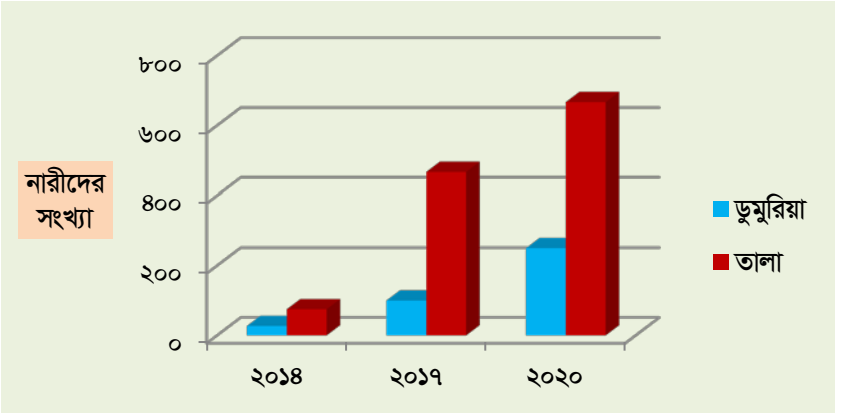

চার্ট ২- গৃহস্থালী পর্যায়ে নারীদের বার্ষিক গড় আয়

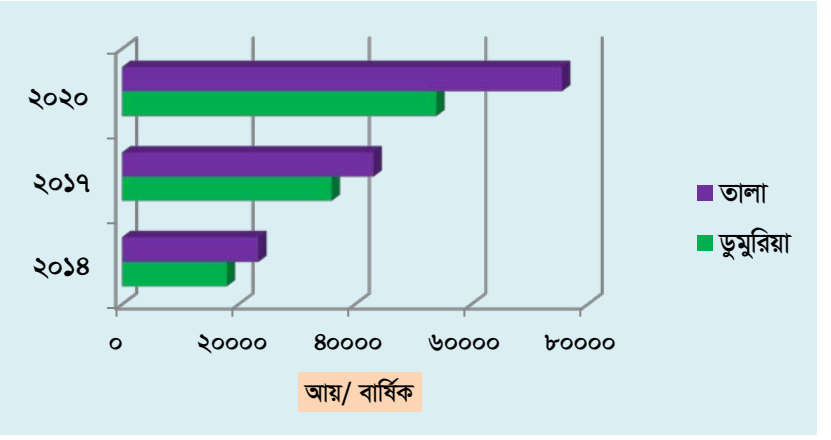

Impact findings

1. **Employment opportunities:** In the current context of the unemployment situation in Bangladesh is terrible. Due to the problem of unemployment, the youth of the country is being misled. Therefore, this project has been conducted with the aim of making the unemployed youth of the backward community fit for employment by developing their personal skills. The 6-months computer training course for young girls and boys, a 3-months beautification training course for young women and monthly financial assistance for college/university girl students have enabled these boys and girls to qualify for the job. But before this project started, they did not know how to find a job, how to apply for a job and how to participate in a job interview? Although a candidate has to compromise with many more situations besides qualifications to get a job in Bangladesh, but the achievement of the project is significant in this regard, especially for the people of dalit community. In a community where parents send their children to work while they are in school or arrange marriages for their girls, organization Dalit has encouraged them to become self-reliant by assisting them in education or improving their skills and abilities through training. These young people who have got jobs in different organizations are now helping to meet their own needs as well as running their families.

Figure 3- No. of young trainees got a job/ started an own business

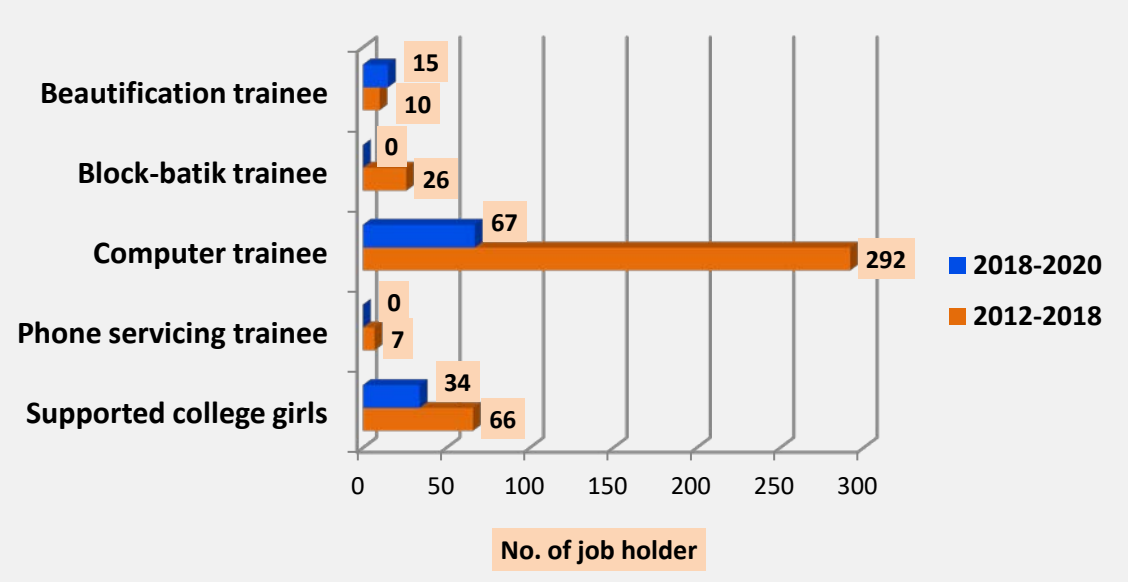

প্রভাব অনুসন্ধান

১. **কর্মসংস্থানের সুযোগ:** বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দেশে বেকার সমস্যা ভয়াবহ। বিশেষ করে, বেকার সমস্যার কারণে দেশের যুব শক্তি বিপথে চালিত হচ্ছে। তাই অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বেকার যুব-দেরকে তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে। যুবক ও যুব-নারীদের জন্য ৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স, যুব-নারীদের জন্য ৩ মাস মেয়াদী বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স এবং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত ছাত্রীদেরকে মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম এই যুবক-যুবনারীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক কাজের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পূর্বে তারা জানত না কিভাবে চাকরি খুঁজতে হয়, কিভাবে চাকরির আবেদনপত্র লিখতে হয় এবং চাকরির সাক্ষাৎকারে কিভাবে অংশগ্রহন করতে হয়? যদিও বাংলাদেশে একজন চাকরি প্রার্থীকে চাকরি পাওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আরও বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে সমঝোতা করতে হয়, তবুও এক্ষেত্রে এই প্রকল্পটির অর্জন উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য। যে সম্প্রদায়ের বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে না পাঠিয়ে কাজ করতে পাঠায় বা তাদের শিশু মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয় দলিত সংস্থা তাদেরকেই শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে অথবা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিপ্রাপ্ত এই যুবক-যুবতীগণ বর্তমানে তাদের নিজেদের জীবন-যাপনের ব্যয় নির্বাহ করে তাদের পরিবার পরিচালনার ব্যয়ও নির্বাহ করতে পারছে।

চার্ট ৩- চাকরিতে যোগদান/ নিজস্ব ব্যবসা শুরু করা যুবক-যুবতীর সংখ্যা

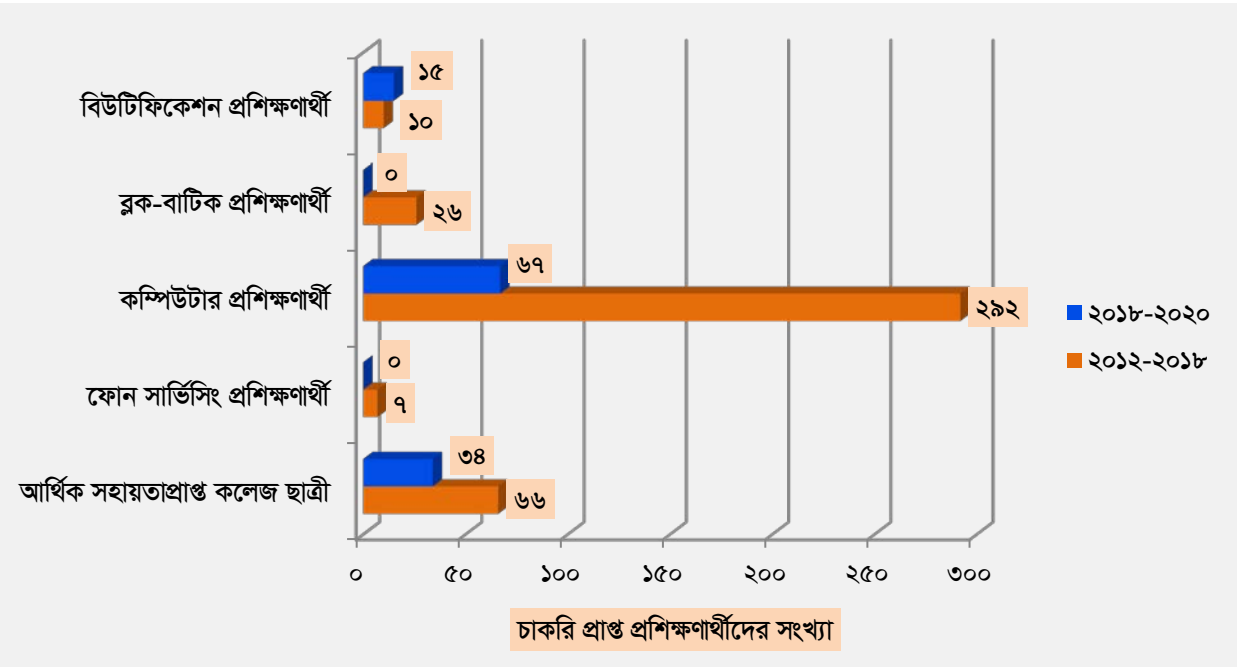

Mamun is now a proud Policeman

Abdullah-al-Mamun belongs to extremely impoverished households of Baratia village of Dumuria upazila of Khulna district. He is the eldest offspring of his parents. Due to the poverty trap his education has always been hindered so far. Even then, with great difficulty, he studied till higher secondary level. His father was unable to support his family because of his illness. Due to the financial crisis, the family of 5 members fell in deep trouble. After that Mamun was looking for a job but due to lack of technical knowledge he was not clicking on the job interviews.

At this circumstance, he was given an effective training on Computer Office Application Course for around six month of duration through Technical and Practical Skills for Youth Empowerment project. After completion the course; one day he was informed about the recruitment of constable by Bangladesh Police. He applied for the post through online. After successfully passing the written, physical, computer skill and viva test on the job interview, he joined as a constable in Bangladesh Police. With other facilities, currently his monthly salary is 17,000 Taka.

Mamun believes that if Dalit did not have implemented the project then it would not have been possible for him to avail that current job so fast. He is indebted to Dalit for changing his life.

মামুন এখন একজন গর্বিত পুলিশ সদস্য

আব্দুল্লাহ-আল-মামুন খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বরাতিয়া গ্রামের একটি হতদরিদ্র পরিবারের সদস্য। সে বাবা-মা'র বড় সন্তান। দারিদ্রতার কষাঘাতে তার পড়া-লেখা সবসময়ই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তারপরও অনেক প্রচেষ্টায় সে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেছে। তার বাবা অসুস্থ থাকায় তার পক্ষে পরিবার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর্থিক সংকটের কারণে তার ৫ সদস্যের পরিবার গভীর সমস্যায় পড়ে যায়। ফলে মামুন একটি চাকরি খুঁজতে থাকে, কিন্তু কারিগরি প্রশিক্ষণ না থাকায় সে কোন চাকরি পাচ্ছিল না।

এমতাবস্থায়, টেকনিক্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস্ ফর ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট প্রকল্পের আওতায় তাকে ৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোর্সে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর একদিন সে জানতে পারে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল পদে জনবল নিয়োগ করা হবে। সে অনুযায়ী মামুন উক্ত পদের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিখিত, মৌখিক, কম্পিউটার ব্যবহারিক এবং শারিরীক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে সে বাংলাদেশ পুলিশ'এ কনস্টেবল পদে নিয়োগ লাভ করে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ বর্তমানে তার মাসিক বেতন ১৭,০০০ টাকা।

মামুন বিশ্বাস করে যে, যদি দলিত সংস্থা এই প্রকল্পটি পরিচালনা না করত তাহলে তার পক্ষে এত দ্রুত চাকরি পাওয়া সম্ভব হত না। তার জীবন-ধারা পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য সে দলিত এর নিকট ঋণী হয়ে থাকবে।

A few successful Computer trainees - কয়েকজন সফল কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থী

Sadhona Rani Mondal, working as a Program Officer at World Concern (Tala, Satkhira)

সাধনা রানী মন্ডল, ওয়ার্ল্ড কনসার্ন এ (তালা অফিস) প্রোগ্রাম অফিসার পদে কর্মরত রয়েছেন

Asma Akter, working as a School Teacher at Khalilnagar Govt. Primary School (Tala, Satkhira)

আসমা আক্তার, খলিলনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (তালা, সাতক্ষীরা) শিক্ষক পদে কর্মরত রয়েছেন

Ratna Khatun, working as a School Teacher at Krishnakati Govt. Primary School (Tala, Satkhira)

রত্না খাতুন, কৃষ্ণকাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (তালা, সাতক্ষীরা) শিক্ষক পদে কর্মরত রয়েছেন

Archana Das, working as a Field Worker at local NGO in Tala, Satkhira

অর্চনা দাস, তালা উপজেলার স্থানীয় একটি এনজিও'তে মাঠকর্মী পদে কর্মরত রয়েছেন

Laboni Akter, working as a Customer Service Officer at Bank Asia (Tala, Satkhira)

লাবনী আক্তার, ব্যাংক এশিয়া'তে (তালা এজেন্ট) কাস্টমার সার্ভিস অফিসার পদে কর্মরত রয়েছেন

Shyamoli Das, working as a School Teacher at local Primary School in Paikgachha, Khulna

শ্যামলী দাস, খুলনা'র পাইকগাছা উপজেলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে কর্মরত রয়েছেন

Md. Yunus Ali, Data entry operator at local diagnostic centre, Atharomile, Dumuria, Khulna

মোঃ ইউনুস আলী, স্থানীয় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে (আঠারোমাইল, ডুমুরিয়া, খুলনা) ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে কর্মরত রয়েছেন

Bipul Sarder, working as an Assistant Engineer at LGED Office, Dumuria, Khulna

বিপুল সরদার, ডুমুরিয়া এল.জি.ই.ডি অফিসে (ডুমুরিয়া, খুলনা) সহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত রয়েছেন

Rajib Hossen, working as a Store keeper at Hamdard Laboratories, Dhaka

রাজীব হোসেন, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ এ (ঢাকা অফিস) স্টোর কিপার পদে কর্মরত রয়েছেন

Aminur Sheikh, working as a Constable at Bangladesh Police

আমিনুর শেখ, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল পদে কর্মরত রয়েছেন

Atanu Paik, working as an Assistant Engineer at Mongla Port, Bagerhat

অতনু পাইক, বাগেরহাট জেলার মোংলা বন্দরে সহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত রয়েছেন

Sagor Biswas, working as a Sales Representative at Navana Group, Dhaka

সাগর বিশ্বাস, নাভানা গ্রুপ এ (ঢাকা অফিস) সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে কর্মরত রয়েছেন

Shefali is now self-reliant

Maltia is a village of Dumuria upazila of Khulna district. Shefali Das lives in this village with her husband and two daughters. She was married before reaching the age of maturity. On the other hand, her husband's income was very low which did not support their family. That is why Shefali always tried to increase the income of her family. However, she was not satisfied with the meager income at the household level. Besides, she had a keen interest in becoming an entrepreneur, but there was no opportunity.

In this situation, in 2019 she has been informed that Dalit has implementing a project for the young women who have no way to earn. Then she met with the personnel of 'Technical and Practical Skills for Youth Empowerment' project and applied to participate in the beautification course. She took training on beautification for 3 months. That time she had only one dream: to start her professional career as a beautician. After successfully completing the training, she started a beauty salon shop named 'Apsari Beauty Parlor' with few furniture and beautification agent in Chuknagar bazaar (Dumuria, Khulna). Because of local demand, recently her monthly profit is 7,000 Taka. Forgetting everything behind, she is now dreaming of becoming a bigger entrepreneur. She blissfully felt that she will always be grateful to Dalit and related donor for their contribution.

শেফালী এখন আত্ম-নির্ভরশীল

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার মালতিয়া গ্রামে শেফালী দাস তার স্বামী আর দুই কন্যা সন্তান নিয়ে বসবাস করে। বিবাহযোগ্য হওয়ার পূর্বেই বিয়ে হয়েছিল তার। অন্যদিকে তার স্বামীর যে সামান্য আয় তা দিয়ে তাদের সংসারও চলত না। সে কারণেই শেফালী সবসময় চেষ্টা করত কিভাবে সংসারের আয় বাড়ানো যায়। কারণ গৃহস্থালী পর্যায়ে তার নিজের সামান্য আয়েও সে সন্তুষ্ট ছিল না। এছাড়া তার প্রচন্ড আগ্রহ ছিল একজন উদ্যোক্তা হওয়ার, যেটা বাস্তবায়ন করার সুযোগ সে পাচ্ছিল না।

এমতাবস্থায়, ২০১৯ সালে সে জানতে পারল যে, যেসব যুব-নারীদের আয়ের কোন সুযোগ নেই দলিত সংস্থা তাদের জন্য একটি উপার্জনমুখী প্রকল্প পরিচালনা করছে। এরপর সে 'টেকনিক্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস্ ফর ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট' প্রকল্পের কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য আবেদন করে এবং ৩ মাস মেয়াদী বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। ঐ সময় তার একটাই স্বপ্ন ছিল: বিউটিশিয়ান পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করা। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর শেফালী দাস প্রয়োজনীয় ফার্ণিচার এবং প্রসাধনী ক্রয় করে চুকনগর বাজারে 'অপ্সরী বিউটি পার্লার' নামে একটি বিউটি স্যালুন চালু করে। স্থানীয়ভাবে চাহিদা থাকায় বর্তমানে তার মাসিক মুনাফার পরিমাণ ৭,০০০ টাকা। অতীতকে পেছনে ফেলে সে এখন আরও বড় উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। শেফালী খুবই আনন্দিত এবং সে সর্বদা দলিত এবং সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

2. **Overall Household Incomes:** At first sight, it appears that the project has had clearly positive impacts on overall household incomes as they increased significantly from 2014 to 2020. Prior to the commencement of this project, the women in the project were unearned; some of them were earning 15-20 Taka per day by selling chicken eggs or vegetables. However, after receiving training through the project, their daily income has gradually increased to 13.34%. In 2020 it has increased to 21%. Many households have changed their occupation over the project period. In project areas, 34% of total households said that their main occupation was agriculture (either on their own land or rented land), whereas in 2018 this had increased significantly to 55% of households. In contrast, the shift away from day laborer/housemaid as the main occupation was even more significant. The remarkable growth of earnings is indicative of the major changes affecting rural societies with many households becoming self-dependent.

২. **পারিবারিক আয়:** সাধারনভাবেই এটা বোঝা যায় যে, প্রকল্পটি পরিবারগুলোর আয়ের উপর স্পষ্টভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, কারণ ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তাদের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পটি শুরুর পূর্বে প্রকল্পভুক্ত নারীরা কর্মহীন ছিল, তবে তাদের মধ্যে অনেকেই মুরগীর ডিম বা সব্জি বিক্রয় করে প্রতিদিন ১৫-২০ টাকা আয় করত। এরপর এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহন করার পর ধীরে ধীরে তাদের আয় ১৩.৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২০ সালে যেটা বেড়ে ২১% হয়েছে।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অনেক পরিবারই তাদের পেশা পরিবর্তন করে ফেলেছে। প্রকল্পভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ৩৪% এর প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ (নিজের বা অন্যের জমিতে), যেখানে ২০১৮ সালে এটা উল্লেখযোগ্য বেড়ে ৫৫% হয়েছে। এর বিপরীতে, মূল পেশা হিসেবে দিনমজুর/গৃহপরিচারিকার পেশা থেকে দূরে সরে যাওয়া আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি গ্রামীণ সমাজগুলিকে প্রভাবিত করে এমন বড় পরিবর্তনগুলির সূচক, যার কারণে অনেক পরিবার আত্ম-নির্ভরশীল হচ্ছে।

Success story of Kajol Das

কাজল দাস এর সফলতার গল্প

Faleya is an agriculture based village of Tala upazila (sub-district) in Satkhira district. Kajol Das is an inhabitant of this village. Her husband has a rented rickshaw-van and anyhow manages to earn 100-150 Taka per day. It was very difficult for him to bear the family well with the residual money. Kajol was losing all her hope and decided to lift her family by any mean. Meanwhile through this project, Kajol got selected after a subtle series of scrutinizing. After inspecting her socio-economic condition Dalit stretched hand of assistance to her and she received training on vegetable farming in 2019 and also received vegetable seeds. After being supported by this project Kajol started combating with poverty and bringing solvency in her family. She started growing vegetables, selling them in the market and saving some money. After few months she purchased a goat and also started hen rearing. Now she is earning 100-130 Taka per day through selling vegetables and eggs.

Kajol is optimistic she will be able to bear educational expenses of her children and her family will be free from debt. She blissfully reckoned that she will always be grateful to Dalit for their contribution. If Dalit would not have provided that training then she would never had escaped from poverty trap.

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার একটি কৃষিভিত্তিক গ্রামের নাম ফলেয়া। শেফালী দাস এই গ্রামেই বসবাস করে। তার স্বামী অন্যের রিক্সা চালিয়ে দিনে ১০০-১৫০ টাকা আয় করে। এত অল্প আয় দিয়ে তার পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব হত না। হতাশাগ্রস্ত কাজল ঠিক করল যেভাবেই হোক তার সংসারের উন্নতি করতে হবে।

ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের একজন উপকারভোগী হিসেবে কাজলকে তালিকাভুক্ত করা হয়। তার পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করে দলিত তার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এবং ২০১৯ সালে সে শাক-সব্জি চাষাবাদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। তাকে বিভিন্ন প্রকারের সব্জির বীজও প্রদান করা হয়। প্রকল্পের সহযোগিতায় দারিদ্রতাকে দূর করে পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আনার লক্ষ্যে শুরু হয় কাজলের প্রচেষ্টা। সে শাক-সব্জি চাষাবাদ শুরু করল, তারপর সেগুলি বাজারে বিক্রয় করে টাকা সঞ্চয় করতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যে সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে সে একটি ছাগল ক্রয় করেছে এবং মুরগী পালনও শুরু করেছে। বর্তমানে শাক-সব্জি এবং ডিম বিক্রয় করে প্রতিদিন সে ১০০-১৩০ টাকা আয় করছে।

কাজল আশাবাদী যে, সে তার সন্তানদের লেখা-পড়ার ব্যয় মেটাতে এবং পরিবারকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। তাকে সহযোগিতা করার জন্য সে দলিত এর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ এই প্রশিক্ষণটি না পেলে দারিদ্রতার ফাঁদ থেকে সে কোনদিনও মুক্তি পেত না।

A few successful trained women - প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন সফল নারী

Rita Rani Das bought a cow with the money from selling vegetables (Tala, Satkhira)

রীতা রানী দাস শাক-সব্জি বিক্রয়ের টাকা সঞ্চয় করে একটি গাভী ক্রয় করেছেন (তালা, সাতক্ষীরা)

Rajoni Das bought a goat with the money from selling vegetables (Tala, Satkhira)

রজনী দাস শাক-সব্জি বিক্রয়ের টাকা সঞ্চয় করে একটি ছাগল ক্রয় করেছেন (তালা, সাতক্ষীরা)

Chandona Das bought a calf with the money from selling Quail birds and eggs (Tala, Satkhira)

চন্দনা দাস কোয়েল পাখি ও ডিম বিক্রয়ের টাকা সঞ্চয় করে একটি বাছুর ক্রয় করেছেন (তালা, সাতক্ষীরা)

Sujata Das bought a cow with the money from selling chicken eggs (Dumuria, Khulna)

সুজাতা দাস মুরগীর ডিম বিক্রয়ের টাকা সঞ্চয় করে একটি গাভী ক্রয় করেছেন (ডুমুরিয়া, খুলনা)

Aruna Rani Das bought some chienese ducks with the money from selling Quail eggs (Dumuria, Khulna)

অরুণা রানী দাস কোয়েল পাখির ডিম বিক্রয়ের টাকা সঞ্চয় করে কয়েকটি চাইনিজ হাঁস ক্রয় করেছেন (ডুমুরিয়া, খুলনা)

Ratna Das opened a beauty salon with own savings and materials support from the project (Tala, Satkhira)

রত্না দাস প্রকল্পের উপকরণ সহযোগিতা এবং সঞ্চয়ের টাকায় একটি বিউটি পার্লার পরিচালনা করছে (তালা, সাতক্ষীরা)

3. **Household Expenditure Patterns:** Key indicators for poor households in project areas show that they have improved their living standards over the project period. In the baseline survey only 45% of poor households had a toilet but this has increased to 73% by 2020. There was also a 35% increase in the proportion of poor households that had houses with brick or tin sheet walls and a 19% increase in poor households with a tin roof. Expenditure patterns for poor households reveal that while their spending on basic needs (food, clothing, housing, education and health) remained almost static, they had increased their spending on finance (accumulating savings and paying off loans), production (fuel, land rent, livestock) and non-essential spending (travel, furniture, festivals). This indicates that in the average poor household, where spending increased by Tk. 14,200/year between baseline and impact surveys, they are now prosperous enough to spend extra income on less essential items rather than the basic necessities. Few clear differences were revealed in the impact study between the expenditure patterns of project households. Spending on health and sanitation also increased significantly in project areas.

৩. গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যয়ের ধরণ: প্রকল্প এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য পরিবর্তনের মূল সূচকে বোঝা যায় যে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে তারা তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে। বেজলাইন জরীপের তথ্য অনুযায়ী কেবলমাত্র ৪৫% দরিদ্র পরিবারের একটি টয়লেট ছিল, তবে ২০২০ সালে যার হার বেড়ে ৭৩% হয়েছে। ইট বা টিনের শীটের দেয়ালযুক্ত বাড়ির দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কেবল টিনের চালসহ পরিবারের সংখ্যা ১৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলোর ব্যয়ের ধরণ দেখে বোঝা যায় যে, তাদের মৌলিক প্রয়োজন সম্পর্কিত ব্যয় (খাদ্য, পোষাক, আবাসন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য) স্থির থাকলেও তাদের অর্থ ব্যয় বেড়েছিল সঞ্চয় এবং ঋণ পরিশোধে, উৎপাদন খাতে (জ্বালানী, জমির ভাড়া ও পশুসম্পদে) এবং কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে (ভ্রমণ, আসবাবপত্র ও উৎসব)। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বেজলাইন এবং ইম্প্যাক্ট জরিপের মাঝেই দরিদ্র পরিবারগুলোতে ব্যয়ের পরিমাণ বৎসরে ১৪,২০০ টাকা বেড়েছে, তারা এখন বাড়তি আয় ব্যবহার করে মৌলিক প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় আইটেমগুলোতে ব্যয় করতে পারছে। প্রকল্পের পরিবারগুলোর ব্যয়ের ধরণে প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কিত পার্থক্য স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা গেছে। প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশনের ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

4. **Women education & child marriage:** Due to arranging awareness raising meeting/seminar, the girls, their parents and the local administration have been made aware on negative effects of early marriage and the importance of women education including vocational training. Upazila administration instructed the local union chairman and school, college teachers to help the girl at any time to prevent child marriage. As a result, parents are now more careful on child marriage issue than ever before, because of social and administrative pressure and their backward mindset has started changing. If there is any unpleasant incident occurs related to women, they are quickly resolving it and the teachers are paying special attention to the presence of girls in the class. These girls who are currently studying at college/university level have been able to convince their parents that, if they acquire higher education, they can become self-reliant and can develop their family and society. As a result, the rate of early marriage decreased 41%, compared to 2014-2017.

৪. **নারী শিক্ষা ও বাল্য বিবাহ:** সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/সেমিনার আয়োজন করার কারণে কিশোরী মেয়েরা, তাদের অভিভাবকগণ এবং স্থানীয় প্রশাসন বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং নারী শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা প্রশাসন যে কোন মূল্যে কোন মেয়ের বাল্য বিবাহ বন্ধে সহায়তা প্রদান করার জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, স্কুল এবং কলেজ শিক্ষকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এর ফলে অভিভাবকগণ বাল্য বিবাহ ইস্যুতে পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন বেশী সতর্ক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার চাপে তাদের প্রাচীন ধ্যান-ধারনার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। নারীঘটিত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তারা নিজেরাই দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছে এবং শিক্ষকগণ মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাশে উপস্থিতির দিকে বেশী নজর দিচ্ছেন। যেসব মেয়েরা বর্তমানে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করছে তারা তাদের অভিভাবকদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, যদি তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে তাহলে তারা স্ব-নির্ভর হতে পারবে এবং নিজেদের পরিবার ও সমাজের উন্নয়ন করতে পারবে। ফলশ্রুতিতে, ২০১৪-২০১৭ মেয়াদের তুলনায় বাল্য বিবাহের হার ৪১% হ্রাস পেয়েছে।

5. **Gender Impact:** In dalit and backward families, decision-making power is limited to men. Women's freedom and women's rights are an unfamiliar issue here. Because, since the family is run on the basis of men's income, so there is no importance of women's opinion in the family. Beating or abusing women for little reason is a common occurrence here. In some cases, men stay home and send their wives to work in other people's house. Basically, in order to bring women from this repressed situation to a dignified position, activities have been conducted to increase the earnings of women in this project. We already know that the trained women in the project are currently earning 100-250 Taka per day, that means their monthly income is 5,000-7,500 Taka, the average annual income is about 75,000 Taka. With this income, women are meeting the needs of their families by meeting the education expenses of their children and are also saving some money. As an effect, men now have some respect for women, the importance of women in the family has increased, and violence against women has decreased by 22%.

৫. **জেন্ডার প্রভাব:** দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নারী স্বাধীনতা বা নারী অধিকার এখানে একটি অপরিচিত বিষয়। কারণ, পুরুষদের আয়েই যেহেতু সংসার পরিচালিত হয় তাই পরিবারে নারীদের মতামতের কোন গুরুত্ব নেই। সামান্য কারণে নারীকে মারধর করা বা গালি দেওয়া এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষরা বাড়ী বসে থাকে আর স্ত্রীকে পাঠায় অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে। মূলত এই অবদমিত পরিস্থিতি থেকে নারীকে সম্মানজনক অবস্থানে আনার জন্য এই প্রকল্পে নারীদের উপার্জনশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি প্রকল্পভুক্ত প্রশিক্ষিত নারীরা বর্তমানে প্রতিদিন ১০০-২৫০ টাকা উপার্জন করছে, অর্থাৎ তাদের মাসিক আয় ৫,০০০ থেকে ৭,৫০০ টাকা, আর বছরে গড় আয় প্রায় ৭৫,০০০ টাকা। এই আয় দিয়ে নারীরা তাদের সন্তানদের পড়া-লেখার ব্যয় মিটিয়ে সংসারের চাহিদা পূরণ করছে এবং কিছু টাকা সঞ্চয়ও করছে। এর প্রভাবে পুরুষরাও এখন নারীদেরকে কিছুটা সমীহ করে চলছে, পরিবারে নারীর মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ২২% হ্রাস পেয়েছে।

6. **Social Benefits:** As part of the impact study, heads of households were asked about their attitudes to social issues. The responses given by them indicate that, there has been a very marked change in relationships and attitudes in project areas over the period. There was no one to lead or represent them because there was no unity among them. But now due to the increase in social awareness, people of dalit community are getting the chance to participate in the local elections and Union Parishad standing committees. In order to get financial help in case of emergency, the members of the women's group of the project have set up a weekly savings fund, from where the loan can be taken and repaid within the stipulated time. As a result, they do not have to borrow from moneylenders at extra interest. Some of the beneficiaries who are benefiting financially by buying home-grown vegetables, fruits, eggs, etc. from different members and selling them in the wholesale market.

৬. **সামাজিক সুবিধাসমূহ:** প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়নের অংশ হিসেবে পরিবার প্রধানদেরকে সামাজিক বিষয়ে তাদের মনোভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাদের দেওয়া মতামত অনুযায়ী বোঝা যায় যে, প্রকল্প এলাকার মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য সংঘটিত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঐক্য না থাকার কারণে তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করার মত বা তাদের প্রতিনিধিত্ব করার মত কেউ ছিল না। তবে বর্তমানে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এর স্ট্যান্ডিং কমিটিতে তারা প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে এবং স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহন করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্ধারণ করতে পারছে। জরুরী প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পের নারী গ্রুপের সদস্যগণ সপ্তাহ ভিত্তিক সঞ্চয়ী তহবিল গঠন করেছে, যেখান থেকে ঋণ নিয়ে আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে অর্থ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদেরকে অতিরিক্ত সুদে ঋণ নিতে হচ্ছেনা। আবার উপকারভোগীদের মধ্যে কয়েকজন রয়েছেন যারা বিভিন্ন সদস্যদের বাড়ীতে উৎপাদিত শাক-সব্জি, ডিম, ফল ইত্যাদি ক্রয় করে পাইকারী বাজারে বিক্রয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

Lessons Learnt

1. Inclusive and participatory approach confirms proper analysis of household, community, poverty and vulnerability. Identifying beneficiaries through social mapping and wellbeing analysis ensures the selection of the most vulnerable people of the community as project participants/beneficiaries.

2. Involvement of the husband/wider members of beneficiaries is found very effective for ensuring adequate participation of a beneficiary throughout the project period. It is seen that beneficiaries who get support and assistance from their husbands/family members do better in IGA management and asset generation.

3. IGA selection process should be facilitated in such a way so that the beneficiaries get enough time to select the most suitable IGA for them considering their physical facilities and strength, previous experience, risks and challenges and definitely their choice and interest.

4. Indigenous/traditional IGA is more suitable as it is in line with the choice, knowledge and interest of beneficiaries. Introducing new IGAs are difficult to manage most of the time as there is a lack of prior knowledge, experience and technical expertise.

5. Integrated livestock support, cash support for purchasing livestock, skill development on rearing livestock including feeding & accommodation, bio-security management, intensive follow up, establishing community-based treatment and vaccination system with resource persons is necessary for increasing livestock population and decreasing livestock mortality.

6. To ensure maximum target household can graduate from extreme poverty, there should be a contingency provision of at least 3%-5% productive asset replacement budget in a project in case of loss due to death/damage of live asset, disaster etc. Otherwise, the small portion of household that lose their productive asset during the project period are unable to complete graduation process and remain vulnerable and in extreme poverty at the the end of project.

7. Self Help Group management is found very much effective as it makes the members more empowered and motivated. This common platform provides enormous opportunities for the women to be self-reliant as they get access to decision making, working together and working independently. It is also cost effective, easy, women-friendly and flexible and enhances their status and dignity within their household and community.

শিখন

১. অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতি পরিবার, সম্প্রদায়, দারিদ্রতা এবং দূর্দশাগ্রস্ত অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে। সামাজিক অবস্থা এবং চাহিদা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্ধারন করলে প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে দুঃস্থ ব্যক্তিদের নির্বাচন নিশ্চিত করে।

২. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কোন উপকারভোগীর (নারী) পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তার স্বামী/ পারিবারিক সদস্যদের জড়িত থাকা খুব কার্যকর বলে মনে হয়। দেখা যায় যে, যে সব উপকারভোগী তার স্বামী/ পারিবারিক সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছেন তারা উপার্জনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সম্পদশালী হওয়াতে বেশী অগ্রগামী থাকেন।

৩. উপার্জনমুখী কার্যক্রমের উপকারভোগী বাছাই প্রক্রিয়াটি এমনভাবে সহজতর করা উচিত যাতে আগ্রহী প্রার্থীগণ তাদের শারিরীক সক্ষমতা এবং শক্তি, পূর্ববতী অভিজ্ঞতা, ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং অবশ্যই তাদের পছন্দ এবং আগ্রহ বিবেচনা করে তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপার্জনমুখী কার্যক্রম নির্বাচন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান।

৪. উপকারভোগীদের পছন্দ, জ্ঞান এবং আগ্রহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় ঐতিহ্যবাহী উপার্জনমুখী কার্যক্রম বেশী উপযুক্ত। পূর্ববর্তী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব থাকায় বেশীর ভাগ সময় নতুন ধরনের উপার্জনমুখী কার্যক্রম প্রবর্তন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. গৃহপালিত পশু-পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর হার কমানোর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রাণিসম্পদ সহায়তা, পশু ক্রয়ের জন্য নগদ সহায়তা, পশু পালনের জন্য খাদ্য তৈরী ও পশুর ঘর তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, জৈব-সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, সহায়ক কর্মীসহ কমিউনিটি ভিত্তিক চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৬. লক্ষ্যিত সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবারগুলোকে চরম দারিদ্রতা থেকে উত্তরণের জন্য কোন প্রকল্পের বাজেটে কমপক্ষে ৩%-৫% আপদকালীন তহবিল বা সম্পদ প্রতিস্থাপন বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন, যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোন কারণে কোন প্রাণির মৃত্যু/ ক্ষতি হলে সেটা পূরণ করা যায়। অন্যথায়, দরিদ্র পরিবারগুলো যারা এ ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে তারা উৎপাদনশীলতা হারাবে এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে আগের মতই দুঃস্থ ও হতদরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করবে।

৭. গ্রুপের সদস্যদেরকে আরও ক্ষমতায়িত এবং উদ্বুদ্ধ করে তোলে বিধায় স্বর্নিভর দল (সেলফ্ হেল্প গ্রুপ) পরিচালনাকে খুব কার্যকর মনে হয়। এই অসাধারণ প্ল্যাটফর্মটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে, একসাথে কাজ করার এবং স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বিরাট সুযোগ প্রদান করে। এটা স্বল্প ব্যয়ী, সহজ, নারী বান্ধব, নমনীয় এবং তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

Conclusion

Overall, the multi sectoral livelihood and awareness raising programs for dalit/ disadvantaged communities has made commendable progress that needs to be strengthened further and periodically evaluated to realize the desired end of self-reliance. Noticeable and substantial efforts in terms of programming and financial support have been invested to improve their quality of life through supporting self-reliance and sustainable livelihoods; seen in increased agriculture production and business entrepreneurship; reducing early marriage including women empowerment among targeted communities as well systematic integration of social services delivery with local government systems, which in turn has strengthened social cohesion and is in the road map to economic self-reliance and sustainability.

Recommendations

Based on the observations made above, the evaluation makes the following recommendations:

- Since most of the beneficiaries do not have their own farmland, so they need to be assisted to use government khas land.
- Beneficiaries who want to proceed to other business other than agriculture need to be strongly supported and the entrepreneurship programs need to be enhanced further, particularly those who want to a start-up a business.
- There is a need to increase access to market-led skills development, increased support for business and microfinance enterprises aimed at meaningful engagement of the youth. Enhance measures such as value addition, financial literacy and business skills, as well as environmental management, responsiveness to climate change in all livelihood programming.
- There is a need to provide revolving loan for the beneficiaries to borrow and return interest for a bigger business.
- To reduce the dependence on fire-wood for the protection of the natural environment, it is necessary to introduce biogas production and its use using cattle or human feces.
- In order to bring transparency and accountability in the savings activities of the Self-Help Group, it is necessary to maintain the financial transaction through a bank account with the signatures of at least 3 members.

উপসংহার

সামগ্রিকভাবে, দলিত/ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বহুমাত্রিক উপার্জনমুখী ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে যা আরও গতিশীল করা প্রয়োজন এবং তাদেরকে স্বনির্ভর করার কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। স্বনির্ভরতা ও টেকসই জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা এবং অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার প্রভাবে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে; স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সেবা কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত অংশগ্রহন এবং লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর নারীর ক্ষমতায়ন সহ বাল্য বিবাহ হ্রাস পেয়েছে; যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক সংহতি জোরদার হয়েছে এবং অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা এবং টেকসই উন্নয়নের পথে যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

সুপারিশসমূহ

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলির উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নের প্রয়োজনে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হল:

- যেহেতু বেশীরভাগ উপকারভোগীর নিজস্ব চাষযোগ্য জমি নাই, তাই তারা যাতে সরকারি খাস জমি ব্যবহার করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন;
- কোন উপকারভোগী কৃষিকাজ (শাক-সব্জি চাষাবাদ) ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসা কার্যক্রম শুরু করতে চাইলে তাকে দৃঢ়ভাবে সহযোগিতা করা প্রয়োজন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো আরও বাড়ানো প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা ব্যবসা শুরু করতে চান তাদের জন্য;
- যুবকদের অংশগ্রহনকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থায় নেতৃত্বদানের উপযোগী দক্ষতার উন্নয়ন, ব্যবসায় সহযোগিতা এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় সমর্থন বাড়ানো দরকার। এছাড়া উপার্জনমুখী প্রকল্পগুলোতে মূল্য সংযোজন, অর্থ ব্যবস্থাপনা জ্ঞান এবং ব্যবসায়িক দক্ষতার পাশাপাশি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ সংযোজন করা প্রয়োজন;
- বড় পরিসরে ব্যবসা শুরু করার জন্য উপকারভোগীদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদে ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে জ্বালানী হিসেবে গাছের ডাল/ কাঠ ব্যবহারের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে, বিকল্প হিসেবে গবাদি-পশু বা মানুষের মল ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপাদন এবং এর ব্যবহার প্রবর্তন করা প্রয়োজন;
- সেলফ্ হেল্প গ্রুপের সঞ্চয়ী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনার জন্য কমপক্ষে ৩জন সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

The main activities of the project at a glance – এক নজরে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

Training on Computer course
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Training on Beautification
বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Training on Homestead farming
শাক-সব্জি চাষাবাদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Training on Hen rearing
মুরগী পালন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Training on Vermicompost making
জৈব সার তৈরীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Guidance seminar to the girls
মেয়েদের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক সেমিনার

Meeting with Dalit Narri Federation
দলিত নারী ফেডারেশনের সাথে সভা

Meeting with Self-Help Group
সেলফ্ হেল্প গ্রুপের সাথে সভা

Meeting with Stakeholders
স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা

বাল্যবিবাহ কি?

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সী অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো ছেলের বিয়ে সংঘটিত হলে অর্থাৎ বিয়ের কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সেই বিয়েকে বাল্যবিবাহ বলে।

বাল্যবিবাহের কারণে কী ধরণের ক্ষতি হয়?

বাল্যবিবাহের কারণে নানাবিধ ক্ষতি হতে পারে, তন্মধ্যে - প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি, শিক্ষার ক্ষতি, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি উল্লেখযোগ্য।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিশুটি তার শৈশব হারিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠার অধিকার বঞ্চিত হয়। এর ফলে সে নানাবিধ নির্যাতনের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হয়ে থাকে, এমন কি শিশুটি জীবনহানির হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

বাল্যবিবাহ রোধ করতে একটি পরিবারের করণীয় কী কী?

- প্রতিটি পরিবারে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাল্যবিবাহ যে একটি অপরাধ, অন্যায় এবং ক্ষতিকারক তা পরিবারের মধ্যে খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যকেও এ আলোচনায় সম্পৃক্ত করতে হবে।
- পরিবারের কোনো সদস্য বাল্যবিবাহ দিতে গেলে পরিবারের অন্যান্য সচেতন সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ করতে হবে।
- বিয়ে নয় বরং শিশুর জীবনে শিক্ষা অর্জন ও সাবলম্বী হওয়াই হতে হবে অন্যতম লক্ষ্য। ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হতে হবে একটি পরিবারের মূল দায়িত্ব। পড়াশুনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তার অংশ-গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- **কোথাও কোনো বাল্যবিবাহের খবর পেলে তা প্রতিরোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে যৌন হয়রানী প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ নম্বর এ ফোন করে সহায়তা নেয়া।**

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর বিভিন্ন ধারায় শাস্তিসমূহ

বাল্যবিবাহের শাস্তি ঃ

- প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে (অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন নারী বা পুরুষের সাথে) তা হবে একটি অপরাধ। তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন। **(ধারাঃ ৭ (১))**
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হবেন। **(ধারাঃ ৭ (২))**

বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি ঃ পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, আইনগতভাবে বা আইনবহির্ভূতভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হয়ে বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোন কাজ করলে অথবা করার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বাল্যবিবাহটি বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন। **(ধারাঃ ৮)**

বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করার শাস্তি ঃ কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন। **(ধারাঃ ৯)**

বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধকের শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল ঃ কোন বিবাহ নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং তার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হবে। **(ধারাঃ ১১)**

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে আপনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগঃ

(১) বাল্যবিবাহের সংবাদ শোনার পরপরই আপনার নিকটস্থ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবহিত করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন/ উপজেলা /জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে;

(২) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দকে জানাতে হবে;

(৩) স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে হবে;

Hope for the oppressed

dalitkhulna@gmail.com

www.dalitbd.org